SAILEN DEY.

পাষাণ দেবতা

এস. ডি. প্রোডাকসন্সের

নিবেদন

•

পরিবেশক

রীতেন এণ্ড কোং

৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

পাষাণ দেবতা

ভূমিকায় ঃ

জহর গাঙ্গুলী	শ্রীলেখা
ছবি বিশ্বাস	অরুণা দাস
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য	মণিকা গাঙ্গুলী
ইন্দু মুখার্জ্জি	বীণা দেবী
যোগেশ চৌধুরী	বন্দনা দেবী
রবীন মজুমদার	রাজলক্ষ্মী
ভূমেন রায়	মনোরমা
শ্রীমান সতু	কণা ব্যানার্জ্জি
শ্রীমান মিনু	

কানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ)

বিভূতি গাঙ্গুলী, বিজয়কার্ত্তিক, সত্যেন ঘোষাল, সত্য মুখার্জ্জি, প্রভাত ঘোষ, বীরেন ভঞ্জ, তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি।

পরিচালনা ও চিত্রনাট্য } **সুকুমার দাশগুপ্ত**

চিত্র-শিল্প	...	অজয় কর
শব্দযন্ত্র	...	গৌর দাস
সুরশিল্প	...	অনুপম ঘটক
কাহিনী	...	শ্রীকান্ত সেন
সংলাপ	...	মণি বর্ম্মা
গান	...	অজয় ভট্টাচার্য্য
সম্পাদনা	...	কালি রাহা
শিল্প-নির্দ্দেশনা	...	তারক বসু
রসায়না	...	ধীরেন দাসগুপ্ত
তত্ত্বাবধায়না	...	বিমল ঘোষ বঙ্কিম রায়

সহকারী ঃ

পরিচালনায়	...	অনাদি ব্যানার্জ্জি, বিমল শী
সঙ্গীতে	...	তারক ঘোষ
চিত্র-শিল্পে	...	দুর্গাপ্রসাদ রাও
শব্দযন্ত্রে	...	সত্যেন ঘোষ
তত্ত্বাবধায়নায়	...	পূর্ণচন্দ্র সরকার

কাহিনী

প্রতীপপুরের রাখাল আর রাধা।

তাদের ভাব ভালবাসা যত, ঝগড়া বিবাদও তত। একমাত্র সাক্ষী 'ছেলে'।

'ছেলে' এককালে কোন এক কলেজে প্রফেসারী ক'রত। গ্রামে ফেরার পথে, ঝড়ের মুখে নৌকা ডুবি হয়ে একদিনেই সে স্ত্রী-পুত্র হারায়। সেই থেকে শিক্ষার অভিমান ভুলে সে রাখালের বাড়ীতেই আছে।

তারই শিক্ষায় রাখাল আর রাধা হয়ে ওঠে আশপাশের দশখানা গাঁয়ের প্রাণ। তাই বাকি খাজনার দায়ে জমিদারের পাইক পেয়াদা এসে যেদিন তাদের ঘর

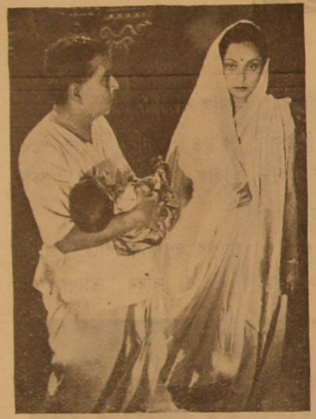

থেকে ঘটী বাটী পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়, সেদিন তারা দায়ী করে রাখাল-রাধাকেই। বলে, তোরা থাকতে এত বড় অত্যাচার আমাদের ওপর হয় কেন?

রাখাল যায় জমিদারের কাছারীতে প্রতিকারের আশায়।

জমিদার গিরিজা শঙ্কর রায়ের ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য ছিল না, ছিল শুধু সাতশ' বছরের আভিজাত্য। রায় বংশের সেই কৌলিন্য বজায় রাখতে যেদিন তাঁর প্রয়োজন হ'ল ধর্ম্মদহ পরগণার, সেদিন নির্ম্মম প্রজাপীড়ক সাজতে কোথাও তাঁর বাধল না। রাখালকে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, যাদের হয়ে তুমি ওকালতী করতে এসেছ, তারা আমারই প্রজা। অত্যাচার তাদের ওপর করছিনা—ক'রছি আমাদের নিজেরই ওপর।

কিন্তু প্রজাপীড়ন করেও যথেষ্ট টাকার সংস্থান হয় না। অগত্যা নায়েব হরনাথের পরামর্শে গিরিজা শঙ্কর ডেকে পাঠালেন পাটের আড়তদার রামদয়াল সাহাকে। লোকটা টাকার গরমে চিরাচরিত জমিদারী প্রথা মানতে চায় না। অপমানিত গিরিজা শঙ্করের হুকুমে দ্বারবান তাকে ঘাড় ধ'রে বার করে দেয়। টাকা কর্জ্জ আর হয় না।

অতঃপর ডাক পড়ে সাত বছুরে নতুন জমিদার কালীনাথ চৌধুরীর। তার টাকা আছে প্রচুর, কিন্তু 'ট্রাডিশন' নেই। তাই অভ্যর্থনার সময় ব্যবহারের তারতম্যে সে রুষ্ট হয় এবং গিরিজা শঙ্করের সমস্ত প্রস্তাবের উত্তরেই কটুকণ্ঠে জবাব দেয়ঃ 'দেখা যাক, ধর্ম্মদহের যুদ্ধে জেতে কে।'

ইত্যবসরে গাঁয়ে দেখা দেয় মড়ক। ঘরে ঘরে যেন পালা বিছিয়ে যায়। কেউ মরে, কেউ পালায় গাঁ ছেড়ে। যারা থাকে, ঘর বাড়ী ছেড়ে আহার নিদ্রা ভুলে রাখাল রাধা তাদের সেবা শুশ্রূষার ভার নেয়। কিন্তু লোকগুলোকে বাঁচিয়ে তুলতে হ'লে সেটাই যথেষ্ট নয়। চাই ওষুধ, চাই ডাক্তার।

গাঁয়ে একটি মাত্র ডাক্তার; সেও জমিদার বাড়ী আটক। জমিদারের একমাত্র ছেলে সতুর অসুখ। রাখাল ছোটে গিরিজা শঙ্করের কাছে। বলে, 'ডাক্তার বাবুকে ছেড়ে দিন হুজুর। ওরাও ত সব আপনারই ছেলে—'

সেকথা গিরিজা শঙ্করের চেয়ে আর কে ভাল জানে? কিন্তু সতু ত শুধু তাঁর ছেলেই নয়, সাতশ' বছরের রায় বংশের একমাত্র দীপ শিখা। সেটা তিনি কখনও নিভতে দিতে পারেন না।

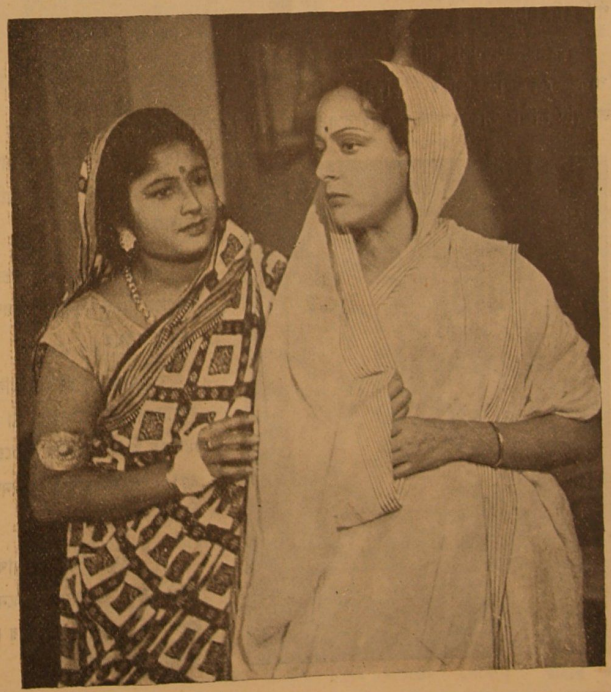

সতু এক সময়ে ভাল হয়ে ওঠে, কিন্তু গিরিজা শঙ্কর হারান ধর্ম্মদহ পরগণা! নীলামের ডাকে কালীনাথ সেটা কিনে নেয় এবং ঢাক ঢোল বাজিয়ে তাঁর বাড়ীর সামনে দিয়েই সহর থেকে ফেরে।

পরাজিত প্রভুর ব্যথা-বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে হরনাথ বলে, যদি হুকুম দেন, তাহলে আমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, নেমকের মর্য্যাদা রাখতে পারি কি না।

ধর্ম্মদহর পুরাণো মালিক শীতল পাল লোকটা বিচিত্র চরিত্রের। জমিদার সাজা তার পোষা-পুত্র হিসেবে। এককালে সে গিরিজা শঙ্করেরই প্রজা ছিল। তারই সুযোগ নিয়ে হরনাথ তাকে সমেত এক বিরাট চক্রান্ত পাকিয়ে তুলল।

ম্যানেজার পশুপতির আগ্রহে বিপন্ন কালীনাথ শরণ নেয় রাখালের।

কর্ত্তব্যের সে ডাক রাখাল অস্বীকার করতে পারে না। ধর্ম্মদহে গিয়ে প্রজাদের বুঝিয়ে বলে, নতুন জমিদারকে খাজনা দিতে।

এ খবর পেয়ে হরনাথ রাখালকে ডাকিয়ে এনে প্রলোভন দেখায়, শাসায়। রাখাল কিন্তু অচল, অটল।

ধর্ম্মদহে ইত্যবসরে বিপর্য্যয় ঘটে। রাখালের সাময়িক অনুপস্থিতির সুযোগে, শীতল পালের প্ররোচনায়, প্রজারা আবার বেঁকে বসে। নতুন জমিদারকে খাজনা দেওয়া তারা বন্ধ করে। ক্ষিপ্ত কালীনাথ ম্যানেজার পশুপতিকে আদেশ দেয়, পথের কণ্টক দূর ক'রতে।

রাখাল জানতে পেরে যখন ছুটে যায়, তখন দেরী হয়ে গেছে। শীতল পালের রক্তাক্ত দেহটা পড়ে থাকতে দেখা যায় পুবপাড়ার ডোবার ধারে।

এতবড় সুযোগ ছাড়বার পাত্র হরনাথ নয়। ঊর্দ্ধশ্বাসে সে দৌড়য় থানার দিকে।

ফল ফলতেও দেরী হয় না।

সে দিন গভীর রাতে, অশ্রান্ত বৃষ্টির মাঝে, রাধা যখন সন্তান ভূমিষ্ঠের নিদারুণ যাতনায় অস্ফুট আর্ত্তনাদ ক'রছে, সেই সময় সদলে পুলিশ এসে শীতল পালকে খুন করার অভিযোগে রাখালকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

রাধা শোনে সব, কিন্তু বিশ্বাস করে না। বলে, এখনও চন্দ্র সূর্য্য উঠছে, এত বড় অন্যায়ের জয় হতে পারে না!

দেবতা হয়ত হাসে।

আদালতের বিচারে রাখালের হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। অপরের প্রাপ্য শাস্তি সে হাসিমুখেই বহন করে।

রাধা দেবতার ওপর বিশ্বাস হারায়।

তারপর যেদিন রাজার শাসনে, এক ফোঁটা মেয়েকে কোলে নিয়ে দোরে দোরে ঘুরেও রাধা কোথাও আশ্রয় পায় না, সে দিন মানুষের ওপরেও সে বিশ্বাস হারায়।

গাঁ ছেড়ে চলে যাবার সময় অনুতপ্ত কালীনাথ আসে এবং তাকে আশ্রয় দিয়ে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়.....।

সুদীর্ঘ চৌদ্দ বছর পরে রাখাল ফেরে দ্বীপান্তর থেকে। রাধার খবর

গাঁয়ের কেউ তাকে দিতে পারে না। পথ চলে সে। হঠাৎ রব ওঠে "গেল—গেল—"

গিরিজাশঙ্করের ছেলে সতুকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রাখাল বাঁচায়; কিন্তু নিজে সে আহত হয়। পরিচয় পেয়ে সতু তাকে বাড়ীতে নিয়ে যেতে চায়, কিন্তু রাখাল রাজী হয় না। বলে, আজ নয়—যদি রাধাকে কোনদিন খুঁজে পাই, আবার গাঁয়ে ফিরব—নইলে—নইলে পথচলার শেষ আমার হয়ত কোন দিনই হবে না—

'পাষাণ দেবতার' কানে কি সে কথা পৌছায়?—

গান

এক

গানখানি মোর কোথায় পেলাম
কোনখানে গো কোনখানে?—
এ সুর আমার সুখের মালা — দুখের জ্বালা—
জড়িয়ে গেল মোর প্রাণে —
বসন্তে মোর ফুল রাঙ্গিলো
কোন্ বাদলে কুল ভাঙ্গিলো —
সে হিসাবের পুড়িয়ে খাতা
উড়িয়ে দিলাম তুফানে —
গান পেয়েছি কোনখানে —
সে কোন হাটে জমলো মেলা
মোর সুরে কে সুর দিলো —
কোন সে ঘাটে হয়নি খেলা
কে গো আমার দূর ছিলো —
সে ভাবনা ভাবতে মানা
চলতে শুধু মন জানে
গান পেয়েছি কোনখানে?
— রাখাল

দুই

রাখাল — ওরে কমল তুই কি দোসর
জানিস্ যদি বল
কোথায় আমার মনের কমল
সোনার শতদল
ভ্রমর হ'লাম তারে চেয়ে
বাঁশী হ'লাম ওনাম গেয়ে
তার লাগি ভাই শিশির হয়ে
কাঁদি ছলছল —
রাধা — চেনা শোনার বাইরে কমল
নয় সে তবু দূরে —
নয়ন হ'তে আড়াল রহি
রয় সে পরাণ জুড়ে —
রাখাল — নয় রে আলো নয় সে আঁধার
তবু রঙিন কমল আমার
তারে ঘিরে সাতাশ রবি
করে ঝলমল —
রাধা — কেউ ব'লে হায় ওরে বাতুল
এ ধরাতে নাইরে সে ফুল —
কান্নাহাসির ওপারে সে
করে টলমল।

তিন

এই ত' চলিল মাধব তোমার মধুর গোকুল ছাড়ি,
না যেন কাঁদিও রজনী জাগিয়া লুকায়ে আঁখির বারি।
শ্যামের জীবন তুমি ছিলে রাধা
পরাণে পরাণে এক হয়ে বাঁধা
আমি ছিনু তব প্রাণ শুক পাখী
তুমি ছিলে মোর সারী॥
প্রেম অপরাধে রাধা ও চরণ সাধা
কাঁদাবার ছলে আপনি সে কাঁদা
ভুলে যেতে হায় শুধু মনে রাখা
সে কথা ভুলিতে নারি।

— রাখাল

চার

রাখাল — কালিয়া নদীর নাম রূপালিয়া জল
কালিয়া কানুর নাম নামে কি হয় বল!
না হয় কন্যা ভাঙ্গা নায়ে দিলাম নদী পাড়ি
হৃদয়ে তবু তো আছো রাজার ঝিয়ারী —
রাধা — আমার নেয়ে যে হবে সে চাঁদের বরণ যেন —
ভাঙ্গা নায়ের নয় সে মাঝি ময়ূরপঙ্খী হেন।
রাখাল — রূপবতী কন্যা ওগো তুমি এলে নায়ে
সপ্ত ডিঙ্গা হবে সে যে চলবে বিনা বায়ে —
রাধা — তুমি কিরে আমার নেয়ে এলে এমন বেশে —
আমি যে গো রাজার মেয়ে কাঁদায়ো না শেষে —
রাখাল — কেশবতী কন্যা ওগো কোন বা দেশে বাড়ী
তোমায় পেলে এক পলকে সাগর দিব পাড়ি —
কে? রাধা?

রাধা — কে? রাখাল?
নও যে তুমি রাজার কুমার সপ্ত ডিঙ্গা কই
ভাঙ্গা নায়ে রাজকন্যা আমি তো না রই —
নোঙর ছেঁড়া নাও
ফিরিয়ে নিয়ে যাও
রাখাল — এলে যখন কন্যা তুমি চাঁদ পেলাম হাতে
তুমি গেলে পরাণ আমার যাবে তোমার সাথে
রাধা — ঘর জ্বালানি বন্ধু তুমি কত মায়া জানো
আপন জনে পর করিয়া পরকে আপন মানো —
রাখাল — আমি চাইলাম ঘরের পানে
চায় না সে ঘর মোরে
কখন দেখি বাহির আমায়
নিল আপন করে॥

পাঁচ

আমার চোখে দেখবি রে জল
এমন সহজ নই রে নই।
শুক্তি মাঝে মুক্তা সম
আপন মাঝে লুকিয়ে রই।
বুকের জ্বালা ফুটবে গানে
সে গান হৃদয় নাহি জানে
বাদল যখন আকাশ ছাওয়া —
খুঁজে বেড়াই বসন্ত কই।
ঝড়ের হাওয়া বইলে পরে
বাহির আমায় আকুল করে
দুখের সুরে পরাণ ভরি
ঝড়ের বাঁশি আমি হই॥

— রাখাল

ছয়

এই সাগরের দ্বীপে
লবঙ্গ ফুল নাই
ফণি মনসার বন
আমার বাসর ভাই।
দুকূল ভাঙ্গে ঢেউ মরণের কলতান
মন কয় মনে মনে মন্দ কি এও গান
ঘরে ঘরে আছে ঠাঁই
তবু ঘর নাহি পাই।
দূরে ওঠে বাঁকা চাঁদ, মোর চোখে ফাঁকা সে
মাটি যার খাঁটি নয়, কোন কাজ আকাশে
দুখের দেয়ালী জ্বালি
আমি কই রোশনাই।

— রাগাল

সাত

আজিকে তার সনে মিলিনু মনে মনে
তাই কি ফুলবনে লাগিল দোলা,
যে দিকে ফিরে চাই শুধু যে তারে পাই
বাহিরে প্রাণে তাই দুয়ার খোলা।—
সে এলো আলো হয়ে ছায়ার মায়া ল'য়ে
বুঝি কি বুঝি নারে বুঝি না সে কথাই।
কহে সে চারু হেসে আসিনু তব দেশে
কহিতে আমি শেষে না বলে থেমে যাই।
বলিতে যদি হায় ফুরায়ে কথা যায়
রয়েছে আঁখি তবু রয়েছে ভাষা তার
মিলন মালাখানি হ'ল না গাঁথা জানি
আছে তো মণিহার সে হবে মণিহার।
নীরবে সবি দেওয়া নীরবে কিছু নেওয়া
আপনি মনে মনে আপনি ভোলা॥

— সতু

আট

গজমতির মালা দিতাম
রাজপুত্তুর হলে—
হীরামন পাখী হয়ে
গান শুনাতাম
প্রাণ ভুলাতাম
মিষ্টি মধুর বোলে।
মাটির গড়া মানুষটিরে
কি দিব তা জানিস কিরে ?
ক্ষণিক হাসির ফাগুন হয়ে
ভুলিয়ে দেব
দুলিয়ে দেব
হাল্কা হাওয়ার দোলে।

পাষাণ দেবতা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, রীতেন এণ্ড কোং
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
শ্রীনন্দলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ক্যালকাটা প্রিণ্টিং কোং হইতে মুদ্রিত।